

কলকাতা হাইকোর্ট
সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র
আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত

১৯৮১ সালের ডব্লিউপিএ ১৪১৬২

২০০৫ সালের সিএএন ১ (পুরনো সংখ্যা: ২০০৫ সালের সিএএন ৬৭০৮)

২০১১ সালের সিএএন ২ (পুরনো সংখ্যা: ২০১১ সালের সিএএন ১১২)

২০১২ সালের সিএএন ৩ (পুরনো সংখ্যা: ২০১২ সালের সিএএন ৪১৪০)

রামেশ্বর প্রসাদ গুপ্ত

বনাম

সমাহর্তা, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) আলিপুর ও অন্যান্যরা

আবেদনকারীর পক্ষে

: শ্রী শক্তিনাথ মুখার্জি

শ্রী দেবায়ন বেরা

শ্রী সুকুমার ভট্টাচার্য

শ্রী দীপেন্দ্র নাথ চন্দর

.....উকিলগণ

রাজ্যের পক্ষে

: শ্রী সুশোভন সেনগুপ্ত

শ্রী সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রী প্রশান্ত বিহারী মাহাতা

.....উকিলগণ

কে. এম. ডি. এ-এর পক্ষে :

শ্রী সত্যজিৎ তালুকদার

.....উকিলগণ

শুনানি হয় : ০২.০৫.২০২৩

রায় : ১৭.১০.২০২৩

বিচারক জয় সেনগুপ্ত :-

১. এটি ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি আবেদন, যেখানে আপত্তিকর আদেশ বাতিল করার, আপত্তিকর নোটিশ কার্যকর না করার এবং প্রশ্নবিদ্ধ জমির ক্ষেত্রে আবেদনকারীর দখলকে ব্যাহত না করার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে।

২. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শ্রী মুখার্জি নিম্নরূপ দাখিল করেন। মূল রিট আবেদনকারী নিজেকে চারটি জমির মালিক দাবি করেছেন। প্লট নং ২৪৩৭, ৪১২০, ২৬৩৪ এবং ৩৭৯৪, মৌজা-কসবা, থানা-কসবা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত। রাজ্য বিবাদীদের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে, এখন আবেদনকারী ১৯৭৬-৭৭ সালের মামলা নং LA-II/১০৫-এর সাথে জড়িত প্লট নং ২৪৩৭ এবং ২৬৩৪ নম্বর দুটি জমির অধিগ্রহণকে চ্যালেঞ্জ করার মধ্যেই তার দাবি সীমাবদ্ধ রাখবেন। রাজ্যের পক্ষে দাখিল করা হলফনামা থেকে দেখা যাচ্ছে যে ০.৭৪ একর পরিমাপের দুটি প্লট নং ২৬৩৪ (সম্পূর্ণ) সম্পর্কে রায় ঘোষণা করা হয়েছে এবং ২৪৩৭ নম্বর প্লটের ক্ষেত্রে দুটি পর্যায়ে রায় ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ০.৫৭ একর জমির জন্য রায় ঘোষণা করা হয় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১.৪০ একর জমির জন্য রায় ঘোষণা করা হয়। ২৪৩৭ নং প্লটের মোট আয়তন ছিল ২.০০ একর। ২.০০ একরের মধ্যে ১.৯৭ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়, ০.০৩ একর জমির কাঠামোগত অংশ বাদ দিয়ে। ১৬.০৯.২০২২ তারিখে রাষ্ট্রপক্ষের বিরোধিতায় দেওয়া হলফনামার ২৮ থেকে ৩১ পৃষ্ঠায় উক্ত রায়ের অনুলিপি প্রকাশ করা হয়েছে। রিট আবেদনকারী ১৭ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে রাষ্ট্রপক্ষের বিরোধিতায় দেওয়া মূল হলফনামার জবাবে তার হলফনামা দাখিল করেন যেখানে পুনরায় নিশ্চিত করা হয় যে ধারা ৩ এর অধীনে আবেদনকারীকে কোনও নোটিশ দেওয়া হয়নি। অধিকন্তু, ২০২৩ সালে বিবাদীরা নির্মাণ শুরু করার পর থেকে জমি অধিগ্রহণের জন্য ১৯৪৮ সালের আইন II এর বিধান প্রয়োগ করার কোনও বাস্তব জরুরিতা ছিল না। আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে প্রদত্ত অর্থ বন্টন না করার কারণে, পুরস্কারটি আইনত খারাপ হয়ে যায় এবং বাতিল হওয়ার যোগ্য ছিল।

বিরোধিতায় দেওয়া হলফনামার জবাবে, রাজ্যের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, ধারা ৩ এর অধীনে নোটিশটি কসবা স্কুলে প্রদর্শনের জন্য সাঁটানো হয়েছে কারণ আগ্রহী পক্ষ যেমন রেকর্ডকৃত মালিক/দখলদার/আগ্রহী পক্ষ ঘটনাস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তা জারি করা সম্ভব হয়নি। আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, ১৯৭৮ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত বিবাদী নীরব ছিলেন এবং ১৯৭৮ সালে রিট আবেদনকারী জমি দখলে রাখেননি এবং সেই কারণেই তাদের উপর অধিগ্রহণের আদেশ জারি করা সম্ভব হয়নি। আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, আবেদনকারী ৮০% ক্ষতিপূরণের নোটিশ পাওয়ার পর থেকে তারা স্বীকার করেছেন যে তারা অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত ছিলেন। রাষ্ট্রের বিরোধিতায় দেওয়া হলফনামারে প্রকাশিত রায় পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যদিও রায় ঘোষণা করা হয়েছিল, তবে রায় থেকেই স্পষ্টতই মনে হয় যে, বেশ কয়েকজন পুরস্কার প্রাপক ছিলেন, তবে বেশ কয়েকজন সহ-মালিকের ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত রায় ঘোষণা করা হয়েছিল এবং পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে অর্থ বণ্টন করা হয়নি। রিট আবেদনের স্পষ্ট প্রমাণ হলো যে আবেদনকারীকে রিকুইজিশনের নোটিশ জারি করা হয়নি। ৯ নম্বর অনুচ্ছেদে বিরোধিতার মূল হলফনামায় রাষ্ট্রপক্ষ যুক্তি দিয়েছিল যে ধারা ৩(i) এর অধীনে নোটিশ সকল আগ্রহী পক্ষকে জারি করা হয়েছিল, কিন্তু ধারা ৩ এর অধীনে আবেদনকারীকে নোটিশ জারি করার বিষয়ে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি। তবে, বিরোধিতার হলফনামায় জবাব দিয়ে বলা হয়েছিল যে ধারা ৩ এর অধীনে নোটিশ একটি কসবা স্কুলে প্রদর্শনের জন্য আটকানো হয়েছিল। রিট আবেদনকারীকে ধারা ৩ এর অধীনে নোটিশ জারি করার বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক কোনও রেকর্ড উপস্থাপন করা হয়নি। ধারা ৩ এর অধীনে নোটিশ জারি না করার বিষয়ে বিবাদী পক্ষ আবেদনকারীকে নোটিশ জারি করার প্রমাণ উপস্থাপন করে খণ্ডন করতে পারেনি।

স্বীকার করতেই হবে যে, রিট আবেদনকারীর উপর ৮০% অস্থায়ী ক্ষতিপূরণের নোটিশ জারি করা হয়েছিল, যা আবেদনকারী রিট আবেদনে প্রকাশ করেছিলেন এবং যার ফলে আবেদনকারী ধারা ৩ এর অধীনে চাকরি না নেওয়ার নোটিশকে চ্যালেঞ্জ করে এই আদালতে আসেন। অতএব, সহজেই অনুমান করা যায় যে ১৯৪৮ সালের আইন-২ এর ধারা ৩ এর অধীনে আবেদনকারীর উপর নোটিশ জারি করা হয়নি। আরও ১.৯৭ একর প্লট নং ২৪৩৭ অধিগ্রহণের দাবি করা হয়েছিল। বাকি ৩ দশমিক অংশে কাঠামো ছিল অধিগ্রহণ করা হয়নি। সুতরাং, ধারা ৩ এর অধীনে নোটিশ কাঠামোর উপর সাঁটানো যেতে পারে। তা করা হয়নি। বিপরীতে, নোটিশটি কাছাকাছি একটি স্কুলে সাঁটানো হয়েছিল বলে অভিযোগ। পরিষেবার প্রমাণ হিসাবে প্রসেস সার্ভারের প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়নি। সুতরাং কসবা স্কুলে নোটিশ সাঁটানো ধারা ৩ এর অধীনে একটি ভালো নোটিশ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। ভারতের সংবিধানের ৩০০ক অনুচ্ছেদে ঘোষণা করা হয়েছে যে আইনের কর্তৃত্ব ছাড়া কোনও ব্যক্তিকে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হবে না। ১৯৪৮ সালের আইন ॥ তখন বলবৎ আইন ছিল, তাই ধারা ৩(i) এর অধীনে যথাযথ বিবেচনা ও সন্তুষ্টির পর আদেশ প্রদান এবং এর উপ-ধারা (২) এর অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে মালিক এবং দখলদার উভয়কেই নোটিশ প্রদানের বাধ্যবাধকতা ছিল। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি (অধিগ্রহণ ও অধিগ্রহণ) বিধি ১৯৪৮ এর বিধি ৩ অনুসারে মালিক এবং দখলদারদের উপর ধারা ৩ এর অধীনে নোটিশ প্রদানের পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের আইন ॥ কে একটি বাজেয়াপ্তকারী মূর্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল এবং স্বভাবতই এটি ছিল উক্ত আইনের বিধানগুলির কঠোরভাবে সম্মতি প্রদানের প্রয়োজনীয়তা। ধারা ৩(i) এর অধীনে আদেশ মালিক/দখলদারদের উপর জারি না করা হলে অধিগ্রহণ আদেশ বাতিল এবং অবৈধ হয়ে যাবে এই বিষয়ে কোনও অভিন্ন মতামত ছিল না।

এই আদালত নোটিশ পরিষেবা বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেছিল এবং ডিরেক্টরি এক নয়। পুনঃ ১) ৯৮ সিডব্লিউএন ১০৯০ (অনুচ্ছেদ ১৯) (ডিবি), লি) ১৯৯৭ (১) সিএলজে ৩৭০ (অনুচ্ছেদ ৮,৯) (ডিবি)। আদেশটি কার্যকর না করা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকেও বঞ্চিত করবে যা সুপ্রিম কোর্ট পুনঃএআইআর ১৯৭১ এসসি ৯৬ দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট অসম ভূমি (অনুরোধ ও অধিগ্রহণ) আইন, ১৯৪৮-এর প্রসঙ্গেও রায় দিয়েছে যে আইনটি ১৯৪৮ সালের পশ্চিম বঙ্গ আইন ২-এর অনুরূপ ছিল যেটি অন্যথায় কেবল অনুরোধ করা জমি অধিগ্রহণ করা যেতে পারে না। উত্তরঃ এ. আই. আর ১৯৬৫ এস. সি ১৩০১ অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫। তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, এটি একটি স্বীকৃত সত্য যে আবেদনকারীকে ৩ ধারার অধীনে কোনও নোটিশ দেওয়া হয়নি। তাই অনুরোধের আদেশটি বেআইনি ছিল এবং অনুরোধের আদেশের ভিত্তিতে আর কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। ফলস্বরূপ, আইনের ৪ (১ক) ধারার অধীনে অধিগ্রহণের বিজ্ঞপ্তিও আইনে খারাপ হয়ে যায় এবং ফলস্বরূপ, উক্ত ৪ (১ক) নোটিশের ভিত্তিতে ঘোষিত রায়টিও আইনে খারাপ ছিল। অস্থায়ী ৮০ শতাংশ ক্ষতিপূরণের নোটিশ দেওয়ার পরপরই, আবেদনকারী এই মাননীয় আদালতে যান এবং একমাত্র অভিযোগের ভিত্তিতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ পান যে তাদের উপর কখনও কোনও নোটিশ দেওয়া হয়নি। রাজ্য কর্তৃক বিরোধী হলফনামায় কোনও বিপরীত যুক্তি উত্থাপিত হয়নি বা তা যুক্তিসঙ্গতভাবে উত্থাপিতও করা যায়নি। মামলার দ্বিতীয় বিন্দুটি ছিল যে জমি অধিগ্রহণের জন্য ১৯৪৮ সালের পশ্চিমবঙ্গ আইন-২-এর বিধানগুলি আহ্বান করার কোনও প্রকৃত জরুরি প্রয়োজন ছিল না। উদ্দেশ্য এবং দখল নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও জরুরি প্রয়োজন ছিল। যদিও দখলটি ছিল কথিতভাবে কে .এম .ডি.এ -এর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে. ১৭.০৯.১৯৭৯ তারিখে কিন্তু এরপরে আর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি

যে উদ্দেশ্যে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্যে উক্ত জমিটি ব্যবহার করার জন্য নেওয়া হয়েছে। ২০২২ সালে সেই জমির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। তাই, জমি অধিগ্রহণের জন্য ১৯৪৮ সালের পশ্চিমবঙ্গ আইন-ii-এর বিধানগুলি প্রয়োগ করার কোনও প্রকৃত জরুরি প্রয়োজন ছিল না। পুনঃ i) ১৯৯২ (ii) সিএলজে পৃষ্ঠা ২৬৭,১১) ১৯৯৭ (i) সিএলইউজে পৃষ্ঠা ৩৭০। পরবর্তী বিষয়টি ছিল যে রায়প্রাপ্তদের মধ্যে রায়ের কোনও ভাগ করা হয়নি। রায়ের অনুপস্থিতিতে, রায়গুলি খারাপ হয়ে যায় এবং অধিগ্রহণও ব্যর্থ হয়। পুনঃ i) ২০০৯ (২) সিএলজে ৬৩৬ (ডিবি) (অনুচ্ছেদ ২২,২৩) ২০০৯ সালের এসএলপি (দেওয়ানী) নং ২৮৬,২৬-এ একটি বক্তৃতামূলক আদেশের মাধ্যমে উপরোক্ত রায়টি সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল।ii) ২০১৫ (৩) ক্যাল এলটি ৩৬ অনুচ্ছেদ ৩৮,১৭৭ এবং ১৭৮-এর যুক্তি যে ২০১১ (৩) সিএইচএন ৫৯৫-এ প্রদত্ত সিদ্ধান্তটি অবাস্তব ছিল, সেই সিদ্ধান্তটিও ততটাই ভিত্তিহীন ছিল যতটা উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা বিশেষ অনুমতি আবেদনটি মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দিয়েছিল। ১৯৯৩ (৪) এসসিসি ৩৬৯-এ প্রদত্ত সিদ্ধান্তের কোনও পদ্ধতি ছিল না যেহেতু ধারা ৪ (লা)-এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি ধারা ৩-এর অধীনে নোটিশ না দেওয়ার জন্য অবৈধ হয়ে পড়েছিল। রাষ্ট্রপক্ষের উত্তরদাতার যুক্তি যে আবেদনকারীর নাম আরএস রেকর্ড অফ রাইট-এ নথিভুক্ত করা হয়নি তা সম্পূর্ণ ভুল ছিল। আবেদনকারীর নাম আরএস রেকর্ডস অফ রাইট-এ নথিভুক্ত করা হয়েছিল এবং তাই এটি সরকারের কাছে জানার কথা ছিল। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে নোটিশ না দেওয়ার বিষয়টি ছাড়া রিট আবেদনে কোনও আবেদন ছিল না। আবেদনকারীর মামলাটি ৩ ধারার অধীনে নোটিশ না দেওয়ার বিষয়ে ছিল এবং ১৯৪৮ সালের দ্বিতীয় আইনটি আহ্বান করার জন্য কোনও জরুরি অবস্থা ছিল না। রায়টি নিজেই দেখিয়েছিল যে কোনও বিভাজন ছিল না।

৩. উত্তরদাতা নং ৪-এর পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী শ্রী তালুকদার নিম্নরূপ জমা দিয়েছেন। যদিও রিট আবেদনের ২য় অনুচ্ছেদে মূল রিট আবেদনকারী নিজেকে কাসবা মৌজার প্লট নম্বর ২৪৩৭, ৪১২০, ২৬৩৪ এবং ৩৭৯৪-এর মালিক বলে দাবি করেছেন, তবে উল্লিখিত জমির ক্ষেত্রে তাঁর নাম কখনও আরওআর-এ নথিভুক্ত করা হয়েছে তা দেখানোর জন্য কোনও নথি সংযুক্ত করেননি। উপরোক্ত চারটি প্লটের মধ্যে কাসবা মৌজার ২৪৩৭, ৪১২০, ২৬৩৪ এবং ৩৭৯৪ নম্বর প্লটগুলির মধ্যে তিনটি (৩) প্লট আর. এস. প্লট নম্বর ২৪৩৭, ২৬৩৪ এবং ৩৭৯৪ অধিগ্রহণের অধীনে ছিল এবং আর. এস. প্লট নম্বর ৪১২০ অধিগ্রহণের বাইরে ছিল। সেই তিনটি প্লটের মধ্যে দুটি হল আর. এস. প্লট। প্লট নম্বর ২৪৯৭, ২৬৩৪ এল. এ. কেস নম্বর এল এ .।।/১০৫/১৯৭৬-৭৭-এ জড়িত ছিল এবং আর. এস. প্লট নম্বর ৩৭৯৪-এর জমি এল. এ. কেস নম্বর এল এ .।।/৪০এফ -এ জড়িত ছিল। আর.এস. প্লট নং ২৪৩৭-এর মোট ২ .০০ একর জমির মধ্যে ১.৯৭ একর এবং মৌজা-কসবার আর.এস. প্লট নং ২৬৩৪ -এ ০.৭৪ একর জমি পরিমাপ করা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে, সংশ্লিষ্টদের দ্বারা পূর্ব কলকাতা এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্দেশ্যে মামলা নং এল এ .।।/১০৫ /১৯৭৬ -৭৭-এর ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ জমি (অধিগ্রহণ ও অধিগ্রহণ) আইন, ১৯৪৮ -এর বিধানের অধীনে অধিগ্রহণ করা জমি অধিগ্রহণ কালেক্টর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। খালি দখল রিট আবেদনটি কার্যধারাকে চ্যালেঞ্জ করে এল. এ. কেস নম্বর ১৫.০৫.১৯৭৮ এবং ০১.০৯.১৯৭৯ যথাক্রমে। বিজ্ঞপ্তি নম্বর ৮২৮২ এর

উক্ত আইন, ১৯৪৮-এর ধারা ৪ (১ক)-এর অধীনে জারি করা এলএ (পিডব্লিউ)/আইএম-৭৮/৮২ তারিখের ২১.১১.১৯৮৩ কলকাতা গেজেটে যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়েছিল যে জমিটি স্থায়ীভাবে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল এবং এর ফলে উক্ত জমির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মালিকদের অধিকার, মালিকানা এবং স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল। পরে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি নিবন্ধিত হস্তান্তর দলিলের মাধ্যমে ৩১৪১ নং দলিল তারিখের ২৭.০৬.২০০০ কেএমডিএ-র পক্ষে উক্ত জমির অধিকার, মালিকানা এবং সুদ জানিয়েছিল। আর. এস. প্লট নং. দক্ষিণ ২৪ পরগনার সংশ্লিষ্ট ভূমি অধিগ্রহণ কালেক্টর কর্তৃক পূর্ব কলকাতা এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্দেশ্যে মামলা নং এল এ .11/৪০এফ সম্পর্কিত মামলা নং ১৯৭৩-৭৪ সম্পর্কিত পশ্চিমবঙ্গ জমি (অনুরোধ ও অধিগ্রহণ) আইন, ১৯৪৮-এর বিধানের অধীনে মুজা-কাসবার ৩৭৯৪ অধিগ্রহণ করা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। উক্ত জমির শূন্য দখল অর্থাৎ উল্লিখিত আর. এস. প্লট নং ৩৭৯৪-এর ১.৮৯ একর এলাকা পরিমাপ করে কে. এম. ডি. এ-কে ১৮.১২.১৯৭৩-এ সরবরাহ করা হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তি নং ৮২৮২ এর উক্ত আইন, ১৯৪৮-এর ধারা ৪ (লা)-এর অধীনে জারি করা ২১৯০১ এলএ (পিডব্লিউ)/২আর-১৫৭/৭৪ তারিখের ১৭.১০.১৯৭৪ কলকাতা গেজেটে যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়েছিল যে উক্ত জমি স্থায়ীভাবে অধিগ্রহণ করে এবং এর ফলে, উক্ত জমির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মালিকদের অধিকার, মালিকানা এবং স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হাতে ন্যস্ত হয়। পরে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি নিবন্ধিত হস্তান্তর দলিলের মাধ্যমে কেএমডিএ-র পক্ষে উক্ত জমির অধিকার, মালিকানা এবং স্বার্থ জানিয়েছিল। আর. এস. প্লট নং ৪১২০, মুজা-কাসবা, জে. এল. নং ১৩, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনার অধিগ্রহণের বাইরে ছিল। জমা দেওয়া নথি থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তার হলফনামায়, এটি স্পষ্ট যে ক্ষেত্রে রায়

উপরোক্ত জমির প্লটগুলি সংশ্লিষ্ট কালেক্টর দ্বারা উক্ত আইন, ১৯৪৮-এর মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই যথাযথভাবে পাস করা হয়েছিল। যে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল, তা আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সম্পন্ন করা হয়েছিল। যদিও রিট আবেদনের শুনানির সময়, আবেদনকারীর পক্ষে বিভিন্ন বিষয়ে জমা দেওয়া হয়েছিল যেমন i) আইন, ১৯৪৮-এর ৩ (১) ধারার অধীনে নোটিশ প্রদান; ii) অধিগ্রহণ/জরুরী পরিস্থিতির উদ্দেশ্য; iii) বরাদ্দকরণ ইত্যাদি কিন্তু রিট পিটিশনে কোনও আবেদন বা কোনও ভিত্তি নেওয়া হয়নি এবং 'আইন, ১৯৪৮-এর ধারা ৩ (১) এর অধীনে নোটিশ পরিষেবা' ব্যতীত। সুতরাং, শুধুমাত্র বারের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া অন্যান্য বিষয়গুলির কোনও মূল্য থাকবে না এবং তা আদৌ বিবেচনায় নেওয়া যাবে না। রাজ্য সরকার কর্তৃক '২৯.১১.২০২২'-এ নিশ্চিত করা হলফনামা থেকে দেখা যায় যে, ১৯৪৮ সালের আইনের ৩ (১) ধারার অধীনে পশ্চিমবঙ্গ জমি (অধিগ্রহণ ও অধিগ্রহণ) বিধিমালা, ১৯৪৮-এর ৩ নং বিধির আওতায় যথাযথভাবে নোটিশ জারি করা হয়েছিল। বিষয় প্লট সহ বেশ কয়েকটি খালি জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল এবং যে নোটিশ/আদেশ ব্যক্তিগতভাবে প্রদান করা যায়নি তা তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে যেমন করা হয়েছিল তেমন কিছু সুস্পষ্ট জায়গায় আটকাতে হয়েছিল। রিট আবেদনে আবেদনকারীর ক্ষেত্রে এটি ছিল না যে তিনি বা তাঁর পরিবারের সদস্যরা সেখানে কোনও ধরনের নির্মাণ করে সেই জমির কোনও একটিতে বসবাস করছেন। যদিও ৩ (১) ধারার অধীনে নোটিশটি নির্ধারিত পদ্ধতিতে কার্যকর করা হয়নি তা স্বীকার না করেও, এটিকে অবৈধ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে না, তবে এটি একটি অনিয়ম ছিল, যার জন্য অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াটি কলুষিত করা হবে না। আরও, পশ্চিমবঙ্গ জমি (অনুরোধ ও অধিগ্রহণ) বিধি, ১৯৪৮-এ কোনও ধারার অধীনে নোটিশ পরিষেবা অমান্য করার বিধান ছিল না।

ধারা৩(১) অনুযায়ী এই প্রসঙ্গে, ইন্ডোর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বনাম মনোহরলাল ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে (২০২০) এস. সি. সি ১২৯-এর ৯ বিচারপতির বেঞ্চের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীলতা রাখা হয়েছিল এবং ১৩ এস. সি. সি ৯৮-এ (২০১০) মে জর্জ বনাম বিশেষ তহশিলদার ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। আবেদনকারীর জমা দেওয়ার জবাবে যে ১৯৪৮ সালের দ্বিতীয় আইনের বিধানগুলি আহ্বান করার জন্য এমন কোনও জরুরি পরিস্থিতি ছিল না, এটি সম্পূর্ণরূপে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের একটি নির্বাচন যে অধিগ্রহণটি ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইনের অধীনে বা ১৯৪৮ সালের পশ্চিমবঙ্গ আইন-২-এর অধীনে করা উচিত কিনা। এই প্রসঙ্গে, i) (১৯৯২) ২ ক্যাল এলজে ২৬৭; ১১) (২০০১) সিএইচ এন ৯৩১; iii) (১৯৯৪) ৪ এসসিসি ১৯২-তে বর্ণিত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরতা রাখা হয়েছিল। যতদূর পর্যন্ত নিয়োগের বিষয়ে আবেদনকারীর যুক্তি সম্পর্কিত ছিল, এটি কেএমডিএ-র পক্ষে জমা দেওয়া হয়েছিল যে রিট আবেদনে আবেদনকারীর নির্দিষ্ট মামলা ছিল যে তিনি বিষয় প্লটের একমাত্র মালিক ছিলেন এবং রিট আবেদনে কোথাও বলা হয়নি যে তিনি ছাড়া অন্য কোনও সহ-মালিক/সহ-মালিক ছিলেন। রেকর্ড থেকে এটাও স্পষ্ট যে, সংশ্লিষ্ট কালেক্টর যথাযথভাবে জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে মূল রিট আবেদনকারীর পক্ষে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নিষ্পত্তি করেছিলেন এবং রিট আবেদনকারী ছাড়া অন্য কোনও দাবিদার না থাকায় এই পরিমাণ ভাগ করে নেওয়ার বিষয়ে কোনও বিতর্ক হয়নি। রেকর্ড থেকে আরও জানা যায় যে, এই রিট পিটিশনটি বিচারাধীন থাকার কারণে অর্থ প্রদান করা যায়নি। অতএব, বারের যুক্তি অনুযায়ী ভাগ করে নেওয়ার প্রশ্ন ওঠেনি এবং ওঠেনি। এই প্রসঙ্গে, i) (১৯৯৫) ৫ এস. সি. সি ৫৭৭; ii) এ. আই. আর ১৯৬৬ এস. সি ২৩৭ -এ বর্ণিত সিদ্ধান্তগুলির উপর নির্ভরতা রাখা হয়েছিল।

৪. রাজ্যের পক্ষ থেকে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী সেনগুপ্ত নিম্নরূপ আবেদন করেন। আবেদনকারী ২৪৩৭,৪১২০,১৬৩৪ এবং ৩৭৯৫ নম্বর প্লটে অবস্থিত জমির মালিক ছিলেন, যা বর্তমানে ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত থানা টালিগঞ্জ-এর মুজা কাসবার ১৩৭,৭০৪ এবং ৯৪৪ নং খাতিয়ানের মধ্যে অবস্থিত এবং তিনি একটি খামারবাড়ি এবং অন্যান্য বাসস্থান নির্মাণ করে উক্ত জমির মালিক ছিলেন এবং অবশিষ্ট জমিগুলি আবেদনকারী দ্বারা উক্ত জমির চারপাশে ইট নির্মিত প্রাচীর নির্মাণ করে খামার হিসাবে ব্যবহার ও দখল করা হচ্ছিল। সম্প্রতি আবেদনকারী ১৯৪৮ সালের দ্বিতীয় আইনের অধীনে ২৪-পরগনা (দক্ষিণ) কালেক্টর, আলিপুরের ১ নম্বর উত্তরদাতা কর্তৃক জারি করা নোটিশ পেয়েছিলেন, যা ১৯৭৬-৭৭-এর ২য় নম্বর এল. এ./১০৫ নম্বর মামলার সাথে সম্পর্কিত এবং আপনার আবেদনকারীকে এইভাবে প্রদত্ত সম্পত্তির মূল্যের ৮০ শতাংশ গ্রহণ করতে বলা হয়েছিল কারণ উক্ত সম্পত্তিটি উক্ত আইনের উল্লিখিত বিধানগুলির অধীনে অধিগ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। রিট আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ সিনিয়র কৌঁসুলি দ্বারা এখানে কোনও যুক্তি এবং/অথবা জমা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না যা তথাকথিত রিট পিটিশনে আবেদন করা হয়নি। ধরে নেওয়া কিন্তু স্বীকার না করা যে ২য় আইনের ৩ (১) ধারার অধীনে কোনও নোটিশ নেই। ১৯৪৮ সালের আইনটি রিট আবেদনকারীর পূর্বসূরীর উপর জারি করা হয়েছিল কিন্তু নথি থেকে প্রাপ্ত প্রমাণগুলি দেখায় যে রিট আবেদনকারীর পূর্বসূরি স্বার্থে দ্বিতীয় আইনের ৩ (১) ধারার অধীনে অর্থাৎ ১৯৪৮ আইনের অধীনে অনুরোধের জন্য এই ধরনের নোটিশ সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং স্বীকারযোগ্যভাবে উক্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রিট পিটিশনে একটি আবেদন ছিল যে রিট আবেদনকারীর পূর্বসূরি স্বার্থে এখানে উক্ত অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে সংযোগ যা থেকে স্পষ্ট হবে এমন অন্যান্য নোটিশ পেয়েছেন।

উল্লিখিত অভিপ্রায়যুক্ত রিট আবেদনের ৪ নং অনুচ্ছেদ। নথি অনুসারে সংশ্লিষ্ট প্লটের মালিকদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল উক্ত জমি অধিগ্রহণের কার্যধারা সম্পর্কে এবং এখনও পর্যন্ত আবেদনকারীর জমি অর্থাৎ প্লট নং ২৪৩৭ এবং ২৬৩৪ এবং অন্যান্য কিছু প্লটের জন্য, দ্বিতীয় আইনের ৩ (১) ধারার অধীনে নোটিশগুলি কস্বা স্কুলে প্রদর্শনের জন্য আটকানো/সংযুক্ত করা হয়েছিল কারণ এই স্কুলটি পশ্চিমবঙ্গ ভূমি (অনুরোধ ও অধিগ্রহণ) বিধিমালা, ১৯৪৮-এর বিধি ৩-এর পরিপ্রেক্ষিতে রিট আবেদনকারীর প্রশ্নের জমির সুস্পষ্ট অংশে অবস্থিত এবং "জমির সুস্পষ্ট অংশ" শব্দটি একটি খুব বিস্তৃত অর্থ বোঝায়। ধরে নেওয়া কিন্তু স্বীকার না করা যে দ্বিতীয় আইনের ৩ (১) ধারার অধীনে কোনও নোটিশ নেই। ১৯৪৮ সালের আইনটি রিট আবেদনকারীর পূর্বসূরীর স্বার্থে ব্যক্তিগতভাবে জারি করা হয়েছিল যাতে রিট আবেদনকারীর প্রশ্নবিদ্ধ জমি সম্পর্কিত উক্ত সম্পূর্ণ অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াটি বাতিল করার জন্য কোনওভাবেই মারাত্মক না হয় এবং আরও জমা দেওয়া হয়েছিল যে উক্ত নোটিশটি পরিবেশন না করার ক্ষেত্রে কোনও কুসংস্কার সৃষ্টি করা হবে না কারণ উক্ত নোটিশটি কোনও পরিস্থিতিতে বাধ্যতামূলক হিসাবে বিবেচনা করা যায় না তবে উক্ত নোটিশটি পরিবেশন করে এটিকে একটি ডিরেক্টরি হিসাবে বিবেচনা করা হবে, রিট আবেদনকারীর পূর্বসূরি-স্বার্থকে এখানে প্রশ্নবিদ্ধ জমি সম্পর্কে তাঁর মালিকানা দাবি করতে বাধা দেওয়া হয়নি। উপরন্তু, এই ধরনের নোটিশ, এমনকি যদি "হবে" শব্দটি উক্ত ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যার অর্থ এই নয় যে, এই ধরনের নোটিশ প্রদানের ক্ষেত্রে এটি বাধ্যতামূলক এবং বাস্তবতা হল যে, দ্বিতীয় আইনের ৩ (১) ধারার অধীনে একটি নোটিশ পরবর্তী কার্যধারাকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করবে না, যার মধ্যে রিট আবেদনকারীর প্রশ্নযুক্ত জমিতে সরকার, সর্বোপরি রায় এবং শিরোনাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

রিট আবেদনকারীর পক্ষ থেকে এখানে একটি স্বীকারোক্তি রয়েছে যে রিট আবেদনকারী রিট আবেদনকারীর প্রশ্নের জমি সম্পর্কিত উক্ত অধিগ্রহণ কার্যধারা সম্পর্কিত পরবর্তী নোটিশগুলি সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। এটি আইনের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে, সরকারি দায়িত্ব সৃষ্টিকারী কোনও সংবিধির বিধানগুলি ডিরেক্টরি হয় এবং যখন কোনও সংবিধির বিধানগুলি কোনও সরকারি দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, যেমন, আইন-ii-এর ৩ (১) ধারার অধীনে নোটিশ জারি করা থেকে শুরু করে রাজ্যের উত্তরদাতাদের নির্দেশে জমি অধিগ্রহণের কার্যধারার বিষয়ে রায় দেওয়া এবং রিট আবেদনকারীর ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে এই ধরনের সম্পূর্ণ কার্যধারা বাতিল ও বাতিল ঘোষণা করা, এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে আইন-২-এর ৩ (১) ধারার অধীনে কোনও নোটিশ নেই, অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের আইনটি ব্যক্তিগতভাবে রিট আবেদনকারীর পূর্বসূরীর স্বার্থে এখানে বস্তুগত সময়ে প্রয়োগ করা হয়েছিল, যা আইনসভার মূল উদ্দেশ্যকে উন্নীত করবে না এবং আইন-ii অর্থাৎ ১৯৪৮ আইনে অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলি এমন কিছু প্রদান করে না যে নির্দিষ্ট ধারাটি পালন করতে ব্যর্থ হলে নির্দিষ্ট পরিণতি ঘটবে এবং এমনকি এটি ধরে নেওয়া কিন্তু স্বীকার না করা যে রিট আবেদনকারীর পূর্বসূরি স্বার্থে এই ধরনের অধিগ্রহণ কার্যধারা সম্পর্কিত বস্তুগত সময়ে আইন-২-এর ধারা ৩ (১) সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, যা সম্পূর্ণ অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াটিকে শুরুতে বাতিল এবং/অথবা বাতিল হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। পশ্চিমবঙ্গ জমি (অধিগ্রহণ ও অধিগ্রহণ) পুনর্বিদ্যাস আইন, ১৯৯৭ পশ্চিমবঙ্গ জমি (অধিগ্রহণ ও অধিগ্রহণ) আইন, ১৯৪৮ বাতিল করেনি। উক্ত আইন-ii অর্থাৎ ১৯৪৮ আইন যদিও এটি একটি অস্থায়ী আইন ছিল কিন্তু এর মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।

৩১.০৩.১৯৯৭ তারিখে সংবিধি অনুসারে এবং সত্যটি রয়ে গেছে যে রেকর্ড অনুসারে কিছু জমির ক্ষেত্রে একটি রায় ঘোষণা করা হয়েছিল যেটি আইন অনুসারে ছিল এবং তথ্যটি রয়ে গেছে যে রেকর্ড অনুসারে ১৯৭৬ সালে উপরে বর্ণিত অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার একটিতে কিছু জমির বিষয়ে একটি পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল এবং অন্যটিতে ১৯৮৯ সালে উপরে বর্ণিত অন্যান্য অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কিছু জমির বিষয়ে একটি পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। একবার উক্ত জমি অধিগ্রহণের কার্যধারা সম্পর্কে রাজ্যের উত্তরদাতাদের নির্দেশে ধারা ৪ (১ক)-এর অধীনে নোটিশ আহ্বান করা হলে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এই ধরনের নোটিশ জারি করার তারিখে সমস্ত বাধা থেকে মুক্ত জমির মালিক হয়ে উঠেছে এবং এখানে রিট আবেদনকারী আরও স্বীকার করেছেন যে উক্ত জমি অধিগ্রহণের কার্যধারার সাথে সম্পর্কিত দ্বিতীয় আইনের ধারা ৪ (১ক) অর্থাৎ ১৯৪৮ আইনের ধারাটি যথাযথ সময়ে প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং সত্যটি রয়ে গেছে যে এই ধরনের জমি অধিগ্রহণের কার্যধারায় রায় পাস করা হয়েছিল। আবেদনকারীর এই যুক্তি যে এই ধরনের পুরস্কারের ক্ষেত্রে বরাদ্দ করা হবে বা অন্যথায় এই ধরনের রায়কে বাতিল হিসাবে বিবেচনা করা হবে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রিট আবেদনে কোনও যুক্তি ছাড়াই ছিল। সর্বোপরি, সংবিধানে এমন কোনও বিধান নেই যা এই ধরনের অধিগ্রহণ কার্যধারায় রায়ের অংশ হিসাবে বরাদ্দ না করা পর্যন্ত পুরস্কারটিকে বাতিল এবং অকার্যকর হিসাবে বিবেচনা করার কথা বলে। এটিও একটি সত্য যে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পরিবর্তে, রিট আবেদনকারী কখনও আইনি উত্তরাধিকারীদের বিবরণ নিয়ে এগিয়ে আসেননি যারা এই ধরনের অধিগ্রহণ কার্যধারায় জড়িত বলে দাবি করেছিলেন। সুতরাং কর্তৃপক্ষ যেহেতু এখানে রাষ্ট্রের উত্তরদাতারা সেই সময় বস্তুগত সময়ে - জমি সম্পর্কিত রিট আবেদনকারীর পূর্বসূরি-স্বার্থে এখানে এর মালিকানা এর প্রশ্ন সম্পর্কে অবগত ছিল না।

সাদৃশ্যগুলি (২০১০) ১৩ এস. সি. সি ৯৮-এ রিপোর্ট করা রাখার উপর রাখা হয়েছিল।

৫. আমি পক্ষগুলির পক্ষে বিজ্ঞ পরামর্শদাতাদের কথা শুনেছি এবং রিট আবেদন , হলফনামা এবং জমা দেওয়ার লিখিত নোটগুলি পড়েছি।

৬. প্রথমত, চ্যালেঞ্জের পরিধি নির্ধারণ করতে হবে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে মূল রিট আবেদনকারী নিজেকে কাসবা মৌজায় ২৪৩৭, ৪১২০, ২৬৩৪ এবং ৩৭৯৪ নম্বর জমির মালিক বলে দাবি করেছেন, তবে তাঁর নাম কখনও আরওআর-এ নথিভুক্ত করা হয়েছে তা দেখানোর জন্য কোনও নথি সংযুক্ত করেননি। রিট আবেদনটি কার্যধারাকে চ্যালেঞ্জ করে এলএ মামলা নং. এলএ ii / ১০৫/৭৭ এবং ১৯৭৩-৭৪ সালের এল এ মামলা নং এল এ .ii/৪০এফ নয়। তাই আরএস প্লটে ৩৭৯৪ এর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে যা অপ্রতিদ্বন্দ্বী রয়ে গেছে।

৭. পূর্ব কলকাতা উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্দেশ্যে জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছিল। আরএস প্লট নম্বর ২৩৩৪-২৪৩৭ এর উক্ত জমির খালি দখল করা হয় । ২৬৩৪-২৪৩৭ যথাক্রমে ১৯.০৭.১৯৭৮ এবং ০১.০৯.১৯৭১-তারিখে এমডিএ-কে সরবরাহ করা হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের আইনের ৪ (১ক) ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল এবং যথাযথভাবে কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল। অতএব, এই ধরনের জমির বিষয়ে পূর্ববর্তী মালিকদের অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে রাজ্যের হাতে ন্যস্ত ছিল। পরে ২৬.০৬.২০০০ তারিখের একটি নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমে জমিটি কেএমডিএ-র পক্ষে হস্তান্তর করা হয়েছিল। আরএস প্লট নম্বরের জমি ৩৭৯৭ অধিগ্রহণ করা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে ১৯৪৮ সালের আইনের অধীনে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল একই উদ্দেশ্যে খালি দখল কেএমডিএ-কে ১৮.১২.১৯৭৩-এ সরবরাহ করা হয়েছিল। ১৭.১০.১৯৭৪ তারিখের একটি বিজ্ঞপ্তি ১৯৪৮ এর আইনের ধারা ৪ (১ক) এর অধীনে জারি করা হয়েছিল এবং কলকাতা গেজেটে যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই জমিটিও ছিল

কে. এম. ডি. এ-কে ১২. ০২ . ১৯৯৬ তারিখের একটি দলিলের মাধ্যমে জানানো হয়েছে। ৪১২০ নং আর. এস প্লট অধিগ্রহণের বাইরে ছিল। স্পষ্টতই, ১৯৪৮ সালের আইনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট কালেক্টর দ্বারা উপরোক্ত জমির বিষয়ে রায় যথাযথভাবে পাস করা হয়েছিল।

৮. উত্তরদাতারা সন্তোষ প্রকাশ করেন যে, যদিও আবেদনকারীর পক্ষ থেকে ১৯৪৮ সালের আইনের ৩ (ক) ধারার অধীনে নোটিশ প্রদান, অধিগ্রহণ/উদ্ধৃত পরিস্থিতি এবং বরাদ্দকরণ ইত্যাদির মতো অন্যান্য আবেদন করা হয়েছিল, তবে নোটিশ প্রদানের বিষয়টি ছাড়া এই বিষয়ে রিট আবেদনে কোনও যুক্তি দেওয়া হয়নি। এই জমা দেওয়ার মধ্যে অনেক যোগ্যতা রয়েছে। তবে, যদি কেউ এই বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করে, তবুও তারা আবেদনকারীদের পক্ষে মামলা দায়ের করতে অক্ষম।

৯. ২৯.১১.২০২২ তারিখে রাজ্যের নিশ্চিত করা হলফনামা থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৪৮ সালের আইনের ধারা ৩(১) এর অধীনে নোটিশ জারির বিধান মেনে চলা হয়েছিল। বেশ কয়েকটি জমির প্লট ছিল। যে নোটিশ/আদেশ ব্যক্তিগতভাবে জারি করা যেত না তা একটি স্পষ্ট স্থানে আটকাতে হত। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি (অধিগ্রহণ ও অধিগ্রহণ) বিধি ১৯৪৮ এর বিধি ৩ এ উল্লিখিত জমির "দৃশ্যমান অংশ" এর একটি বিস্তৃত অর্থ রয়েছে। প্রমাণ আইনের ১১৪ ধারা, চিত্র (ঙ) এর অধীনে নিয়মিতভাবে সরকারী কাজকর্ম সম্পাদিত হওয়ার বিষয়ে একটি অনুমানও রয়েছে। যুক্তির খাতিরে যদি দেখা যায় যে এই ধরনের নোটিশ নির্ধারিত পদ্ধতিতে জারি করা হয়নি, তবে তাৎক্ষণিক তথ্য অনুসারে এটি কার্যধারাকে বিকৃত নাও করতে পারে। মে জর্জ (উপরে) এর সিদ্ধান্তেরও উল্লেখ করা যেতে পারে।

১০. উপরন্তু, ১৯৪৮ সালের দ্বিতীয় আইনের ৪ (১ক) ধারা সম্পর্কে গেজেট প্রজ্ঞাপনের সাথে যথাযথ বিশ্বাসযোগ্যতা সংযুক্ত করতে হবে যতদূর পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক কার্যধারা এবং আসন্ন ন্যস্তকরণ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞান।

১১. ইন্দোর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মামলায় (উপরে উল্লিখিত) সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চের সিদ্ধান্তে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে, জমির দখল নেওয়া হলে বা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হলে রাজ্যে কোনও জমির হস্তান্তর কলুষিত হবে না। মে জর্জ (উপরে উল্লিখিত) বলেন যে, একবার জমি অধিগ্রহণ করা হলে এবং দখল নেওয়া হলে, জমি রাজ্যের হাতে ন্যস্ত হয়ে যায়। কিছু পরিমাণে, নীতির চেতনাও প্রাসঙ্গিক হবে। তবে, ১৮৯৪ সালের আইনের বিপরীতে, এখানে হস্তান্তরের সূচনা বিন্দু নিছক দখল নয়, বরং ১৯৪৮ সালের দ্বিতীয় আইনের ৪ (১ক) ধারার ভিত্তিতে অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তির গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা। এই ক্ষেত্রে এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি যথাযথভাবে দেওয়া হয়েছিল।

১২. ১৯৪৮ সালের দ্বিতীয় আইনের বিধানগুলি প্রয়োগ করার জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রশ্ন সম্পর্কে, এটি প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণরূপে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত যে এই ধরনের অধিগ্রহণ উক্ত আইনের অধীনে করা উচিত নাকি ১৮৯৪ সালের প্রথম আইনের অধীনে করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, একটি উদ্ভূত পরিস্থিতি যা অধিগ্রহণকে অনুপ্রাণিত করতে পারে তা এই ধরনের জমি অধিগ্রহণের পরেও টিকে থাকতে পারে না। তবে, এখানে তা ছিল না।

১৩. নথি থেকে এটাও স্পষ্ট যে, সংশ্লিষ্ট কালেক্টর যথাযথভাবে রায় ঘোষণা করেছিলেন এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ মূল রিট আবেদনকারীর পক্ষে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। এটাও প্রতীয়মান হয় যে, রিট আবেদন বিচারাধীন থাকার কারণে অর্থ প্রদান করা যায়নি। এটি আবেদনকারীর মামলা যে আবেদনকারী ছাড়া অন্য কোনও দাবিদার সেখানে ছিলেন না।

অতএব, ভাগ করার প্রশ্ন ওঠেনি। আবেদনকারীকে বিচরণ এবং মাছ ধরার তদন্ত করার অনুমতি দেওয়া যাবে না, অবস্থান পরিবর্তন করা যাবে না এবং অ-পরীক্ষিত এবং অপ্রয়োজনীয় রেকর্ডের উপর নির্ভর করা যাবে না। উপরন্তু, আবেদনে ভাগ করার বিষয়ে কোনও ভিত্তি নেওয়া হয়নি। শ্রী যুক্ত এশিয়াটিক ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (উপরে)-এর সিদ্ধান্তটিও শুধুমাত্র ভাগ করার প্রশ্নের ভিত্তিতে দেওয়া হয়নি।

১৪. উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমি আবেদনে কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না।

১৫. তদনুসারে, রিট আবেদন খারিজ করা হয়। সংযুক্ত আবেদনগুলিও নিষ্পত্তি করা হয়।

১৬. তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

১৭. আবেদন করা হলে, সকল আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর, এই রায়ে জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি বিজ্ঞ আইনজীবীদের কাছে সরবরাহ করা যেতে পারে।

(বিচারক জয় সেনগুপ্ত)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal